

سُورَةُ الدُّخَانِ مَكِّيَّةٌ

৪৪-সূরা আদ্‌ দুখান

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ৬০ আয়াত এবং ৩ রুকু আছে ।

১। আল্লাহর নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ①

২। হা মীম্ ।

حَمْدٌ ②
وَ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ③

৩। সুস্পষ্ট বর্ণনাকারী কিতাবের শপথ ।

৪। নিশ্চয় আমরা ইহাকে এক বরকতপূর্ণ রাগিতে নামেল করিয়াছি । নিশ্চয় আমরা (সদা) সতর্ক করিয়া আসিতেছি ।

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبْرَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ ④

৫। এই রাগিতে প্রত্যেক হিকমতপূর্ণ বিষয়ের ফয়সালা করা হয়,

فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ⑤

৬। আমাদেরই আদেশক্রমে । নিশ্চয় আমরা সদা রসূল পাঠাইয়া থাকি,

أَمْراً مِنْ عِنْدِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ⑥

৭। তোমার প্রতিপালকের সম্মিধান হইতে রহমতস্বরূপ । নিশ্চয় তিনিই সর্বপ্রাণী, সর্বজানী,

رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ⑦

৮। যিনি আকাশসমূহ এবং পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মধ্যে যাহা কিছু আছে সব কিছুর প্রতিপালক; যদি তোমরা নূতন বিশ্বাস করিয়া থাক ।

رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ ⑧

৯। তিনি ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই। তিনি জীবন দেন করেন এবং মৃত্যু দেন; তিনি তোমাদের প্রতিপালক এবং তোমাদের পূর্বপুরুষদেরও প্রতিপালক ।

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمْ ⑨
أَوَّلِينَ ⑩

১০। তথাপি তাহারা সন্দেহে নিপতিত হইয়া ক্রীড়া-কৌতুক করিতেছে ।

بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ ⑪

১১। অতএব তুমি সেই দিনের অপেক্ষা কর যেদিন আকাশ স্পষ্ট ধূস্র নইয়া আসিবে,

فَازْهَبْ يَوْمَئِذٍ إِلَى النَّفَّاثِ يَدُخَانٍ مُبِينٍ ⑫

১২। উহা মানব মন্ত্রীকে আরত করিয়া ফেলিবে । ইহা এক মহা যন্ত্রপাদায়ক আঘাব হইবে ।

يَنْفُثُ النَّفَّاثُ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ⑬

১৩। (তাহারা চিৎকার করিয়া বলিবে) 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের উপর হইতে এই আযাবকে দূর কর; নিশ্চয় আমরা ঈমান আনিতেছি।'

رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ ⑩

১৪। তখন উপদেশ গ্রহণ তাহাদের কি উপকার করিবে? অথচ (পূর্বে) তাহাদের নিকট একজন সুস্পষ্ট বর্ণনাকারী রসূল আগমন করিয়াছে,

أَنِّي لَهُمُ الْوَكِيلُ وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ ⑪

১৫। তখন তাহারা তাহার নিকট হইতে বিম্শ হইয়া চলিয়া গেল এবং বলিতে লাগিল, 'এই বাক্তি কাহারও দ্বারা' শিক্ষা প্রদত্ত একজন উন্মাদ!'

لَمْ تَكُنْ لَهُ الْوَكِيلُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَجْنُونٌ ⑫

১৬। আমরা অবশ্যই অল্প কালের জন্য আযাবকে অপসারিত করিয়া দিব, (কিন্তু) তোমরা যে পুনরায় (সেই অপকর্মেই) ফিরিয়া যাইবে।

إِنَّا كَاشِفُوا الْعَذَابَ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ ⑬

১৭। যেদিন আমরা (তোমাদিগকে) কঠিনভাবে ধৃত করিব সেদিন নিশ্চয় আমরা প্রতিশোধ গ্রহণকারী।

يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى إِنَّا مُنتَقِمُونَ ⑭

১৮। এবং আমরা তাহাদের পূর্বে ফেরাউনের জাতিকে পরীক্ষা করিয়াছিলাম, এবং তাহাদের নিকট একজন সম্মানিত রসূল আগমন করিয়াছিল,

وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ ⑮

১৯। (সে তাহাদিগকে বলিয়াছিল) যে, 'তোমরা আল্লাহর বান্দাগণকে আমার নিকট সোপর্দ কর। নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য একজন বিশ্বস্ত রসূল,

أَن أَدْأِلِيَ عَبْدًا لِلَّهِ أَنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ⑯

২০। এবং যেন তোমরা আল্লাহর সম্বন্ধে অহংকার না কর। নিশ্চয় আমি তোমাদের নিকট সুস্পষ্ট দলীল-প্রমাণ লইয়া আসিয়াছি,

وَأَن لَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُمْ بِبَيِّنَاتٍ ⑰

২১। এবং নিশ্চয় আমার ও তোমাদের প্রতিপালকের আশ্রয় প্রার্থনা করি যেন তোমরা আমাকে প্রস্তরাঘাতে নিহত না কর,

وَإِنِّي مُدْتُ يَدِي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونِ ⑱

২২। যদি তোমরা আমার উপর ঈমান না আন তাহা হইলে তোমরা আমাকে একাকী ছাড়িয়া দাও।'

وَإِن لَّمْ تَوُضُوا لِي فَأَعْرِضُونِ ⑲

২৩। অতঃপর সে তাহার প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা করিল (এবং বলিল) যে, 'নিশ্চয় ইহারা এক অপরাধী জাতি।'

فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَرْجُومٌ ⑳

২৪। অতএব (আল্লাহ্ বলিলেন) 'তুমি আমার বান্দাগণকে লইয়া রাষ্ট্রযোগে চলিয়া যাও, নিশ্চয় তোমরা পশ্চাচ্ছাবিত হইবে।'

فَأَسْرِ بِبَنِي إِسْرَءِيلَ إِنَّكُمْ فَتَنُونَ ㉑

২৫। এবং তুমি (বালিয়াড়ির উপর দিয়ে) সমুদ্রকে শান্ত অবস্থায় পিছনে ছাড়িয়া যাও। তাহারা এমন এক সৈন্যদল, যাহাদিগকে নিশ্চয় নিমজ্জিত করা হইবে।

২৬। তাহারা কত বাগান ও ঝরণা ছাড়িয়া গেল,

২৭। এবং শসাক্রান্ত ও সুন্দর-মনোরম আবাসস্থল,

২৮। এবং নেয়ামত, যাহাতে তাহারা পরম সুখ ও আনন্দে ছিল।

২৯। এইভাবেই (হইয়াছিল) এবং আমরা অন্য এক রাতিকে ঐ সকলের উত্তরাধিকারী করিয়া দিলাম।

[৩০]
১৪

৩০। তখন তাহাদের জন্য আকাশ ও পৃথিবী ক্রন্দন করে নাই, এবং তাহাদিগকে কোন অবকাশও দেওয়া হয় নাই।

৩১। এবং নিশ্চয় আমরা বনৌ ইসরাঈলকে এক লাহুনাজনক আযাব হইতে উদ্ধার করিয়াছিলাম,

৩২। ফেরাউন (-এর কবল) হইতে। নিশ্চয় সে সীমানাঘন কারীদের মধ্যে অত্যধিক উদ্ধত ব্যক্তি ছিল।

৩৩। এবং নিশ্চয় আমরা তাহাদিগকে জ্ঞানের ভিত্তিতে (তৎকালীন) বিশ্ববাসীর উপর মনোনীত করিয়াছিলাম,

৩৪। এবং আমরা তাহাদিগকে কতিপয় নিদর্শন প্রদান করিয়াছিলাম যাহাতে সুস্পষ্ট পরীক্ষা ছিল।

৩৫। নিশ্চয়ই ইহারা বলে,

৩৬। ‘আমাদের জন্য কেবল প্রথম মৃত্যুই রহিয়াছে, এবং আমরা পুনরুত্থিত হইব না,

৩৭। অতএব তোমরা আমাদের পিতৃপুরুষদিগকে আনয়ন কর, যদি তোমরা সত্যবাদী হইয়া থাক।’

৩৮। তাহারা কি অধিকতর উত্তম, না তুচ্ছা জাতি এবং যাহারা তাহাদের পূর্বে ছিল? আমরা তাহাদের সকলকে ধ্বংস করিয়াছিলাম কেননা তাহারা অপরাধ-পরায়ণ ছিল।

৩৯। এবং আমরা আকাশসমূহ ও পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মধ্যে কোন বস্তুই ক্রীড়া-কৌতুক স্বরূপ সৃষ্টি করি নাই।

وَأَتْرَكَ الْبَحْرَ هَوًّا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُّفْرَقُونَ ①

كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ②

وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ③

وَنَعْمَ كَانُوا فِيهَا فِرَاقِينَ ④

كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ ⑤

فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْظَرِينَ ⑥

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي إِسْرَآئِيلَ مِنَ الْعَذَابِ آلِهَيْنِ ⑦

مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَلِيًّا مِنَ السُّرِيِّينَ ⑧

وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمِ عَلَى الطَّيِّبِينَ ⑨

وَأَتَيْنَاهُمُ مِنَ الْآثَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُّبِينٌ ⑩

إِنَّ هَؤُلَاءِ لَيَقُولُونَ ⑪

إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَىٰ وَمَا عَنَّا بِغَيْرٍ ⑫

فَأَنذَرْنَا يَا أَبِلَآءَ إِنَّ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ⑬

أَهْمُ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ بُنَيَّ وَالدَّيْرَيْنِ فَبِإِلَهُمِ احْكُمْتُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ⑭

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لِعَيْنٍ ⑮

৪০। আমরা উভয়কে যথাযথ উদ্দেশ্য বাতিরেকে সৃষ্টি করি নাই, কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই ইহা জানে না।

مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٤٠﴾

৪১। নিশ্চয় ফয়সালায় দিনটি হইতেছে তাহাদের সকলের (বিচারের) জন্য নির্ধারিত সময়।

إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِنَّا لَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٤١﴾

৪২। সেইদিন কোন বন্ধু অপর বন্ধুর কোন উপকারে আসিবে না এবং তাহাদের কোন প্রকার সাহায্যও করা হইবে না,

يَوْمَ لَا يَفْنَىٰ مَوْلَىٰ عَنْ مَوْلَىٰ تَبَا وَلَا يُنْفَعُونَ ﴿٤٢﴾

৪৩। কেবল তাহারা বাতিরেকে যাহাদের প্রতি আল্লাহ্ দয়া করিবেন; নিশ্চয় তিনি মহা পরাক্রমশালী, পরম দয়াময়।

يَعْنِي إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللَّهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿٤٣﴾

৪৪। নিশ্চয় যাক্কুম (ফনীমনসা জাতীয়) রুক্ষ—

إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقْوِمِ ﴿٤٤﴾

৪৫। পাপীদের খাদ্য হইবে,

طَعَامُ الْآثِمِينَ ﴿٤٥﴾

৪৬। বিগলিত তাম্বুর ন্যায়; ইহা (তাহাদের) উদরে ফুটিতে থাকিবে,

كَالْهَيْلِ يَفُتُّ فِي الْبُطُونِ ﴿٤٦﴾

৪৭। উত্তপ্ত পানি যেমন ফুটিতে থাকে।

كَفِّي الْجَنِيمِ ﴿٤٧﴾

৪৮। (আমরা ফিরিশ্বাদিগকে বলিব) “তাহাকে ধর এবং জাহান্নামের মধ্যস্থল পর্যন্ত তাহাকে হেঁচড়াইয়া নইয়া যাও,

خُذُوهُ فَاعِلُوهُ إِلَىٰ سَوَاءِ الْجَحِيمِ ﴿٤٨﴾

৪৯। অতঃপর তাহার মস্তকের উপর উত্তপ্ত পানি ঢালিয়া শাস্তি দাও।”

ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَبِيدِ ﴿٤٩﴾

৫০। (আমরা তাহাকে বলিব) “স্বাদ গ্রহণ কর। তুমি (নিজেকে ভাবিয়াছিলে) একজন মহা শক্তিশালী, সম্মানিত মানুষ,

ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ ﴿٥٠﴾

৫১। নিশ্চয় ইহা সেই বিষয়, যাহার সম্বন্ধে তোমরা সন্দেহ পোষণ করিতে।”

إِنَّ هَذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ ﴿٥١﴾

৫২। নিশ্চয় মৃত্যুকীর্ণ থাকিবে এক শাস্তিপূর্ণস্থানে,

إِنَّ السَّعِيرِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ ﴿٥٢﴾

৫৩। বাগানসমূহ ও ঝরনাসমূহের মাঝে,

بَيْنَ جَنَّتٍ وَعُيُونٍ ﴿٥٣﴾

৫৪। তাহারা পরিধান করিবে চিত্রণ ও মোটা রেশমী বস্ত্র, তাহারা পরস্পর সম্মুখীন হইয়া থাকিবে;

يَلْبَسُونَ مِنْ سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُّتَقَابِلِينَ ﴿٥٤﴾

৫৫। এইরূপই হইবে। এবং আয়তলোচনা পরমাসন্দরী মহিলাগণকে আমরা তাহাদের সঙ্গিনী করিয়া দিব।

كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ ﴿٥٥﴾

৫৬। নিরাপদ অবস্থায় তাহারা সেখানে প্রত্যেক প্রকারের
ফল-মূলের ফরমায়েশ দিবে।

يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ آمِنِينَ ﴿٥٦﴾

৫৭। তখন তাহারা কেবল প্রথম মৃত্যু বাতীত আর কোন
মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করিবে না; এবং তিনি তাহাদিগকে
আহান্নামের আশাব হইতে রক্ষা করিবেন,

لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَىٰ وَ
وَفَهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ﴿٥٧﴾

৫৮। (এই সব) তোমার প্রতিপালকের পক্ষ হইতে অনুগ্রহ
স্বরূপ হইবে। এবং ইহাই হইবে পরম সফলতা।

فَضْلًا مِّن رَّبِّكَ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٥٨﴾

৫৯। অবশ্যই আমরা ইহাকে (কুরআনকে) তোমার ভাষায়
সহজ করিয়া দিয়াছি যেন তাহারা উপদেশ গ্রহণ করিতে
পারে।

فَأَنشَأْنَا لَكَ إِلَيْنَا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٥٩﴾

৬০। সুতরাং তুমি প্রতীক্ষা কর, নিশ্চয় তাহারাও অপেক্ষমান
রহিয়াছে।

يَا قَارِعُونَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمُرْتَبُونَ ﴿٦٠﴾